

Die Folgen des Meeresspiegelanstiegs und der Sandgewinnung: Erkenntnisse aus der Küstenforschung in Bangladesch

In einem im Oktober 2024 veröffentlichten Artikel der lokalen Zeitung *Sonali Sandwip* wird ein Forschungsteam vorgestellt, das die Insel Sandwip in Bangladesch besucht hat, um die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs und der Sandentnahme aus Küstengebieten zu analysieren. Der Artikel mit dem Titel „*Forschungsteam in Sandwip untersucht die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels und der Sandgewinnung an den Küsten von Bangladesch*“ behandelt ein drängendes Problem, das sowohl Umweltschützer als auch lokale Gemeinschaften betrifft.

সোনালী সন্ধ্যাপ

www.sonalisandwip.com
E-mail:sonalisandwip1999@gmail.com

১৯৯৯ সাল থেকে প্রকাশিত সন্ধ্যাপের প্রথম রেজিস্টার্ড পত্রিকা, রেজিঃ নং- চ-৩৯৫, পৃষ্ঠা-০৮

ডাঃ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমসিপিএস (অন্যকোলাজী)
স্পেশাল ট্রেনিং ইন ক্যামেরোগ্রাফী ও রেডিওথেরাপী
ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ

ন্যাশনাল হসপিটাল চট্টগ্রাম (গ্রাঃ) বিঃ
কনসাল্টেন্ট ডাক্তার, কাম নং-২০১৮
সহঃ বিজ্ঞান ও টা থেকে সন্ধ্যাপ (৩০তার বর্ষ)
চিকিৎসকের জন্যঃ ০১৯২২-৮৬ ৪৯ ০৯

তাইকে ডেপুটি এন্ড বিজিওরেপী হসপিটাল
লাহোরা স্কল, ডাক - এ, হাবিশপুর, চট্টগ্রাম।
গোপী দেবর সন্ধ্যাপ সন্ধ্যাপ ৩ টা -৪৪ ১০.৩০ বি.
চিকিৎসকের জন্যঃ ০১৯২২-৮৬ ৪৯ ০৯

বাংলাদেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও উপকূল থেকে বালি উত্তোলন এর বিরূপ প্রভাব নির্ণয়ে গবেষণা টিম সন্ধ্যাপে



এরিন, স্বাধীন আলী, ফৌজিয়া আক্তার মিম ও মোঃ মোস্তাকিম। বিভিন্ন স্টেইক হোল্ডারদের মতামত নিয়ে তারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে সন্ধ্যাপে বালি উত্তোলনের ব্যাপকতা না থাকলেও জেগে উঠা নতুন চর এর উপরিভাগ থেকে মাটি কেটে অনেকে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন। বিগত দিনে আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে পরিবেশ এর ক্ষতি সাধন করে সন্ধ্যাপের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি চক্র মাটির ব্যবসা করতে। অনেকে তাতে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা বা প্রশাসনের অনৈতিক সাপোর্ট এর কথাও ভুলে ধরেছেন। আবার অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাটি কাটা বন্ধে আন্তরিক ছিলো বলেও জানান, বর্তমানেও অনেকে আন্তরিক যা মতামতে এসেছে। তবে অপরাধীদের ধরে আইনি প্রক্রিয়ায় শাস্তি নিশ্চিত না করে শুধু মাত্র জরিমানা করে কখনো এই মাটি কাটা বন্ধ করা যাবেনা বলে মন্তব্য করেন গবেষকবৃন্দ। যত্রতত্র মাটি কাটা বন্ধ না হলে, নদী ভাঙ্গন বেড়ে যাওয়া, চরে জেগে উঠা ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাওয়া, জমি চাষাবাদ উপযোগী করতে বেশী সময় লাগাসহ মাটির ট্রাক চলাচলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ দিয়ে জলোচ্ছ্বাসের পানি প্রাবিত হয়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির ও আশংকা বেড়ে যাচ্ছে বলে জানান। অন্যদিকে, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরের উপরিভাগের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির ট্রেন্ডে রয়েছে বলে স্যাটেলাইট থেকে সংগৃহীত তাপমাত্রার ম্যাপ ও তথ্য বিশ্লেষণে প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে বলে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে আসা গবেষকরা জানিয়েছেন। তাই, উপকূলীয় এলাকায় ঠিক কী ধরনের প্রভাব পড়ছে বিশেষ করে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও মানুষের জীবন যাত্রায় এর নেতিবাচক প্রভাব দেখতে ও জানতে উনারা এ গবেষণা পরিচালনা করছেন।

গবেষণা শেষে নেতিবাচক প্রভাব কমাতে ও পরিষ্কৃতির সাথে সহনশীল

Originalbeitrag zur Forschung über den Meeresspiegelanstieg und Sandgewinnung in Sandwip, veröffentlicht in *Sonali Sandwip* (Oktober 2024)

Die Forschung untersucht die ökologischen und sozialen Folgen dieser Phänomene, mit einem besonderen Fokus auf die Fragilität des Ökosystems von Sandwip. Die illegale Sandgewinnung verstärkt die Küstenerosion und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Region dar. Der Artikel hebt hervor, dass der großflächige illegale Sandabbau erhebliche Umweltschäden verursacht hat, was die Behörden veranlasste, mehrere Klagen gegen die Verantwortlichen einzureichen. Trotz der Bemühungen, den Sandabbau zu stoppen, hat die lokale Bevölkerung weiterhin Schwierigkeiten, die Vorschriften durchzusetzen. Umweltschützer und das Forschungsteam warnen, dass die

fortdauernde illegale Sandgewinnung irreparable Schäden verursachen könnte. Dazu gehören verstärkte Erosion, Landverlust und die Zerstörung der Lebensgrundlagen lokaler Gemeinschaften, insbesondere für Fischer, die auf die Küstengewässer angewiesen sind.

Der Artikel hebt die weitreichenden Folgen dieser Probleme hervor. Durch den Anstieg des Meeresspiegels infolge des Klimawandels werden Küstenregionen wie Sandwip immer anfälliger. Natürliche und menschliche Faktoren verstärken diese Gefahren zusätzlich. Die Forscher betonen, dass die Region ohne sofortige Maßnahmen und die Entwicklung nachhaltiger Küstenbewirtschaftungspraktiken noch größeren Risiken ausgesetzt sein wird.

Der Artikel von *Sonali Sandwip* betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden, Umweltorganisationen und Gemeinden ist, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Die Forscher heben hervor, dass wir ausgewogene Ansätze benötigen, um die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Menschen zu berücksichtigen. Ein nachhaltiges Management von Ressourcen sowie eine strengere Durchsetzung von Vorschriften sind entscheidend für den Erhalt der Küstengebiete Bangladeschs, einschließlich der von Sandwip.

Diese wichtige Studie erinnert uns daran, dass es unerlässlich ist, ein Gleichgewicht zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und den Lebensgrundlagen derjenigen zu finden, die auf die natürlichen Ressourcen der Küstengebiete angewiesen sind.

Forschung in Sandwip: Klimawandel und Küstenabbau im Fokus

Ein Forschungsteam im küstennahen Unterbezirk Sandwip, Bangladesch, untersucht die Folgen steigender Meeresoberflächentemperaturen und der Sandgewinnung an der Küste. Die Wissenschaftler Enam, Saifeen Ali, Kashefia Awal Mim und Mohammad Moyazzem konzentrieren sich dabei besonders auf die Auswirkungen für die lokalen Fischer.

Die Studie berücksichtigt Meinungen aus verschiedenen Sektoren und Unterkünften. Überraschenderweise stufen viele Befragte die Probleme durch den Abbau von Küstenressourcen als noch dringlicher ein als andere Herausforderungen. Die Folgen sind weitreichend:

- Beeinträchtigung der Fischerei
- Schäden an der Infrastruktur
- Langfristige negative Auswirkungen auf küstennahe Gebiete

Feldbeobachtungen bestätigen den direkten Einfluss dieser Aktivitäten auf die Lebensqualität der Fischer. Gespräche mit Anwohnern offenbaren besorgniserregende Entwicklungen:

- Verlust von Einkommensmöglichkeiten
- Abnehmende Wassertiefe in Küstennähe
- Zerstörung der marinen Artenvielfalt

Die nächste Forschungsphase, basierend auf Expertenkonsultationen landesweiter Universitäten, ist noch im Gange. Dennoch zeichnen sich klare Handlungsempfehlungen ab:

1. Sofortiger Stopp der Ressourcengewinnung an der Küste
2. Strenge Überwachung der Situation durch die Regierung

Die Forscher warnen: Ohne entschiedenes Handeln drohen Umwelt und Bevölkerung in den Küstenregionen schwerwiegende Konsequenzen.